মৃণালতন্তু

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

রাতকমল, রাজকমল, তোমার দিশার দিক পেতে
বেরিয়েছিলাম—বয়েস তখন অল্প ঠিক;
এখনই বা কি এমন
খুব বেশি, এই তো মাত্র ঊনষাট,
যদিও অনেক যোগীপ্রবর
এরই মধ্যে পেয়ে গেছেন অদ্ভুতব্রহ্মকমল
পাহাড়পথে; রাজকমল, রাতকমল,
আমি তোমার চাইছি আজও সমতলে।

মরিনি - কারণ, মরলেও তো তোমায় না -ও পেতে পারি,
আগের মতো পথ না হেঁটে ঘরেই ঘুরি, ব'সে ঘুরি,
দু'হাতে চোখ চাপা দিয়ে শুয়ে থেকে
ঘুরে বেড়াই, যদি মৃণালতন্তু পাই,
এসে পড়ল শেষ জীবন, যদি মৃণালতন্তু পাই—
এই আশা বা প্রবণতা, কে জানে কে এর প্রণেতা,
রাতকমল, রাজকমল, তোমার দিশার দিক পেতে
বেরিয়ে আছি, ঘরে বসেছি, বয়েস আজো অল্প, ঠিক।

অশরীরী

একরাম আলি

১.
যখন জেগে উঠব
দূর দীর্ঘিকায় পাকা মৃগেলের লাফ

যখন উঠব জেগে
আগুনের নকশা দুই চোখে—
তার রুপো, তার মাংস, তার আঁশটে নগ্নতা

জেগে উঠব সারা মাথায়
কুয়াশা সরিয়ে এই অশরীরী নখে
কানকো তুলে দেখব লাল ফুল

সে কি বেঁচে থাকবে
যখন উঠবে জেগে মস্তিষ্ক আমার!

৩.
টিকটিকির পায়ের তলায়
একটা গোটা রাত
চেপ্টে লেগে আছে

চোরাশিকারী বার্তা

উৎপলকুমার বসু

তবু, যদি কিছু বলো, লিখে রাখি। স্মৃতি লুপ্ত হয় হোক।
ভুলে যাই উড়ন্ত ঠিকানা—মেঘেদের, পাখিদের।
খাতায় সমস্ত কথা লেখা রইল, সবিস্তার,
এ-উচ্ছ্বাস কাব্যের, এ-কীর্তন জন্ম ও মৃত্যুর।

আমার বোনের নাম বুড়ি, হেন তথ্য কেই - বা জানত
এখানে না-লেখা থাকলে; জেল থেকে কোন্ মাসে ছোট ভাই
ছাড়া পাবে এখানে দ্রষ্টব্য; কী ভাবে জানবে ময়ূরপালক - তত্ত্ব,
বাঘের চামড়া আর হাতির দাঁতের সাম্প্রতিক দরদাম?

এইখানে সব কিছু লেখা আছে। সাক্ষরতা প্রভূত বেড়েছে ব'লে
নতুন ভাষার উদ্ভাবনে অনেক সময় আর বেশি কিছু শ্রম
ব্যয় হল, চাই এর নাব্যতা সঙ্কেতে রক্ষা পাক, বাংলাভাষার
মতো এই ভাষা অর্ধেক বোধগম্য, অর্ধেক সূর্যাস্ত - আধারে।

প্রণয়সঙ্গীত

দেবজ্যোতি রায়

আমাদের প্রেমে হাসপাতালের গন্ধ
আরোগ্যহীন রাত্রিকালীন স্তব্ধতা
রক্তের দাগ—ব্যাণ্ডেজ, তুলো, ন্যাপকিনে
ডেটলধৌত চাঁদের আলোয় দেখেছি
নোটিশ ঝুলছে— ভাড়া বাড়ি থেকে উচ্ছেদ।

আমাদের কোনো মৌজা, সাকিন নেই
সহাবস্থানে জ্বলছে পাথর, মাটি
চৈত্র বাতাস, খণ্ডিত দিবাস্বপ্ন
অন্ধকারের আধিদৈবিক প্রেরণা
হাসপাতালের উদাসীন করিডোর

অশরীরী মুখ শাদা চাদরের নীচে
ঢেকে দিচ্ছেন—মর্বিড হাত, এপ্রন
প্লাস্টিক ফুল— শুভেচ্ছা বিদায়ের
মর্গের দিকে মোরাম বিছানো রাস্তা
আমাদের প্রেমে হাসপাতালের সঙ্গীত।

ছায়া

গৌতম মণ্ডল

শূন্যের ভেতর জেগে উঠছ তুমি, তোমাকে প্রণাম
শ্বেত আরাবল্লীর গা বেয়ে
গড়িয়ে গেল যে বিকেল, প্রণাম তাকেও
আজ চারিদিকে শরীরের প্রবল তেজস্ক্রিয়ায়
ভেঙে পড়ছে সঙ্গীতের নীরবতা, বায়ুযান
ভাঙল অর্থনীতি, সেনাপতির যুদ্ধজয়ের ইতিহাস, সূর্যবিবরণ
যে আকাঙ্ক্ষা নুড়িকে করে তোলে নক্ষত্রের বিকল্প
তার জানালায় ঘনিষ্ঠ রাত্রির উত্তাপ
নদীগুলি ছায়াঘেরা, মূক—
গ্রীবা বাড়িয়ে প্রসারিত হতে চাইছে
দক্ষিণের কোনো সরোবরের দিকে
তুমি কি যাবে ওই দিকে? যেতে পারো

তরুশাখাতলে খোলা একটি পথ, পথের আলো ও অন্ধকার
হ্রদের শিয়রে ঝরে পড়ল নৈঃশব্দ্যের রুপোলি সংসার!

সন্ত্রাস

চিরন্তন সরকার

তরঙ্গের ক্ষুব্ধ স্মৃতি বন্দরে আছড়ে পড়ে।
অবচেতনার মধ্যে নাবিক ও হাঙর।
শুরু হ'ল বিষজ্বর, ঘুমঘোর, অবিশ্রাম দাহ।
রোগশয্যা পাশে জেগে উঠল আচ্ছন্ন ফল।
কে তুমি শীর্ণদেহ, জটাজুট, দরজার দিকে?
গুপ্তচর? ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাবে ব্যাধির খবর?
আত্মহত্যা ভাবি, সেও এক অনির্ণেয় রতি
কোনো এক বিস্মৃতি শূন্যভুক, অস্থিময় জ্ঞান
প্রমোদকক্ষ থেকে সে পাঠায় ধ্যানের আভাস

আর, এক ফাঁকে, সেই এক নিষ্কৃতিহীন
নার্সের যৌনতা ঘিরে ওষুধ ও পর্দায় সন্ত্রাস